Released 16-10-1942

ম্যাডান থিয়েটার্সের—
প্রেম-ভক্তিমূলক স্নিগ্ধোজ্জ্বল বাঙ্গালা বাণীচিত্র—
জয়দেব
শ্রেষ্ঠাংশে—ফণি বিদ্যাবিনোদ
কমলা দেবী, ধীরেন দাস ও পদ্ম
পরিচালনা : জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়

ম্যাডান থিয়েটার্সের সামাজিক কথাচিত্র—
সত্যপথে
পাপের পথ থেকে মানুষ কেমন করে সত্য পথের সন্ধান পেয়েছিল তাহাই এই চিত্রে নিপুণ ভাবে পরিস্ফুট হয়েছে।
শ্রেষ্ঠাংশে : ডলি দত্ত, অমর চৌধুরী, কিরণবালা ও কার্ত্তিক রায়।

ইন্দ্রমুভিটোনের প্রথম সমাজ চিত্র—
পথিক
একটি তরুণীর বিচিত্র প্রেম কাহিনী।
শ্রেষ্ঠাংশে : রমলা, ধীরাজ, শীলা, সত্য, সুহাসিনী, রাজলক্ষ্মী ও ভোলা মুখার্জ্জী।
পরিচালনা : চারু রায়

ইন্দ্রমুভিটোনের সমাজ-কথাচিত্র—
রাস-পূর্ণিমা
বিবাহিতা নারীর বেদনামথিত জীবনের করুণালেখ্য।
শ্রেষ্ঠাংশে :
চন্দ্রাবতী, মোহন, অহী, ভূজঙ্গ ও বোকেন।
পরিচালনা : নিরঞ্জন পাল

বুকিংয়ের জন্য আবেদন করুন—
রায়সাহেব চন্দনমল ইন্দ্রকুমার
৩নং সিনাগগ্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা : ফোন : বি, বি, ৪৯৭

মিলন

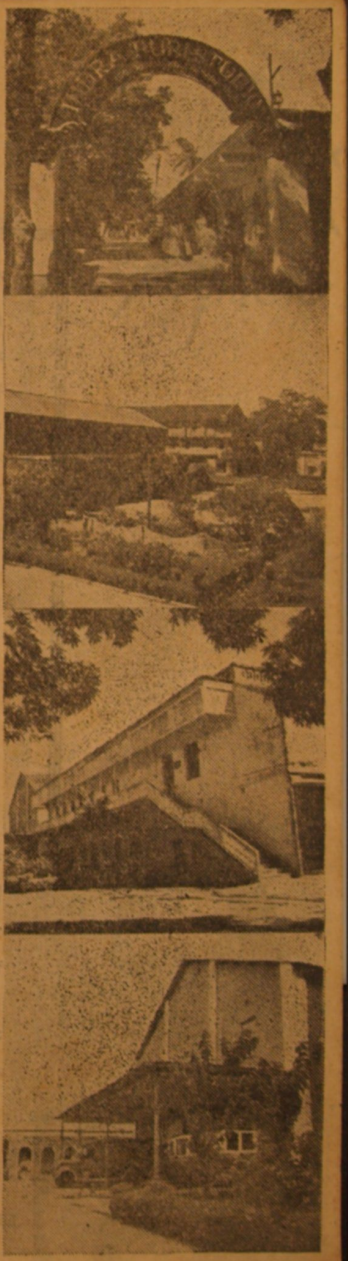

বিবাহের পরেই যার জীবনে সুরু হল বিক্ষোভের কাল-বৈশাখী, সেই দুরন্ত ঝড়ের মুখে নিমেষে ধূলিসাৎ হয়ে গেল যার সব আশা-ভরসা, সকল কল্পনা—এমনি একটি হতভাগ্য গৃহবধূর অভিশপ্ত জীবন-সংগ্রামের অকল্পিত কাহিনী। সে কাহিনীর শেষ কোথায় পরাজয়ে না আত্ম-প্রতিষ্ঠায় ?

কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—

জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়

সংলাপ : বটকৃষ্ণ বসু
গীতকার : অজয় ভট্টাচার্য ও প্রেমেন্দ্র মিত্র
সুর-শিল্পী : কুমার শচীন দেববর্ম্মণ
আলোক চিত্র-শিল্পী : অজয় কর
শব্দযন্ত্রী : গৌরদাস
নৃত্য পরিকল্পনা : সমর ঘোষ
রসায়নাগারিক : ধীরেন দাসগুপ্ত
চিত্র সম্পাদনা : বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়
রূপসজ্জা : বসীর আহম্মদ ও সুধীর দত্ত
শিল্প নির্দ্দেশক : তারক বসু
কারুশিল্প : পাঁচুগোপাল দে
প্রচার সম্পাদক : অজিত সেন

●

সহকারিগণ :

ব্যবস্থাপক : সুধীর সরকার
স্থির চিত্রে : সত্য সান্যাল
পরিচালনায় : পশুপতি ভাদুড়ী
সুর-শিল্পে : সত্যদেব চৌধুরী ও
কুমার বীরেন্দ্রনারায়ণ
সম্পাদনায় : রবীন দাস
রসায়নাগারে : মথুরা ভট্টাচার্য,
দীনবন্ধু চট্টোপাধ্যায়, শম্ভু সাহা ও মজু।
ব্যবস্থাপনায় : তারক পাল

সুচরিতা :	চিত্রাদেবী
সুনন্দা :	সুপ্রভা মুখার্জ্জী
বীণা :	রেণুকা রায়
ব্রজবল্লভ :	যোগেশ চৌধুরী
ব্যারিষ্টার মুখার্জ্জী :	রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
পরেশ মিত্র :	ছবি বিশ্বাস
অজিত :	ধীরাজ ভট্টাচার্য
বিমল :	জহর গাঙ্গুলী
কনক :	অরুণা দাস
মালতী :	শীলা রায়
শ্যামা	শান্তা
গুপী :	সত্য মুখার্জ্জী
হরেন :	বেচু সিংহ
ছোট মামা :	শ্যাম লাহা
বড় মামা :	বীরেন বসু
মেসোমশাই :	বৃন্দাবন চট্টোপাধ্যায়
মাসিমা :	রাজলক্ষ্মী
রোগী :	নৃপতি চট্টোপাধ্যায়
ব্রহ্মচারী :	উৎপল সেন
ডাঃ মুখার্জ্জী :	বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়
মিসেস্ সেন :	নমিতা
উমা :	উমা মুখার্জ্জী

একই পরিবারভুক্ত কয়েকটি প্রাণী—কিন্তু তাদের রুচি ও চিন্তাধারার মধ্যে কত না প্রভেদ! বিলাত ফেরৎ মিষ্টার মুখার্জ্জীর সংসারটিও ঠিক এমনি। তিনি অত্যুগ্র রকমের নব্যপন্থী কিন্তু তাঁর স্ত্রী সুনন্দা দেবী হিন্দুর সনাতন আদর্শে আস্থাসম্পন্না ধর্ম্মপ্রাণ মহিলা। তাঁদের অবিবাহিতা যুবতী কন্যা সুচরিতা উচ্চশিক্ষিতা ও আলোকপ্রাপ্তা।

ব্যারিষ্টারের এই মেয়েটিকে নিয়েই চিত্রের কাহিনী।

মিষ্টার মুখার্জ্জী মেয়ের বিবাহের জন্য একটি ধনকুবের পাত্র ঠিক করে রেখেছেন। পাত্রটির নাম পরেশ মিত্র। অল্প বয়সে সে মাতা পিতৃহীন, আপনার বলতে এখন আর তার কেহ নাই। পিতার বিপুল সম্পত্তির মালিক। কাজেই সে তার বিভিন্ন খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্য অজস্র অর্থব্যয় ও অপব্যয় করলে, কে তাকে বাধা দেবে? তার খেয়ালী জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও গৌরবের কথা যে সে কন্টিনেন্টাল টুর্ করেছে—সুতরাং চাল চলনে আদব কায়দায় সে এখন পুরোদস্তুর সাহেব।

কোন সময়ে রেস গ্রাউণ্ডে পরেশের সাথে মিষ্টার মুখার্জ্জীর হয় পরিচয়।

এই পরিচয়ের সূত্র ধরে টানতে টানতে পরেশ গিয়ে পৌঁছোয় ব্যারিষ্টারের অন্দরে। সেখানে দেখে সুচরিতাকে এবং মনে মনে সংকল্প করে তাকে অংকলক্ষ্মী করবার। কিন্তু?…

কিন্তু সুচরিতা সবই বুঝতে পারে কেবল পিতার জন্য পরেশ মিত্রকে প্রকাশ্যে কিছু না বল্‌লেও অন্তরে তাকে যথেষ্ট ঘৃণা করতো। কারণ সুচরিতা গোপনে ভালবাসতো আর একজনকে, কাজেই পরেশের প্রতি বিরূপ হওয়া তার পক্ষে কোন দোষণীয় নয়।

পরেশ যেদিন জানতে পার্‌লো সুচরিতা ব্রজবল্লভ মোক্তারের ছেলে অজিতকে গোপনে ভালবাসে, সেদিন পরেশ এক বেকার যুবক হরেনকে, আর এক স্বামী পরিত্যক্তা মিসেস্ বীণা তালুকদারকে বেতন দিয়ে নিযুক্ত করলে—সুচরিতার কাছে সুবিধা পেলেই জানিয়ে দিতে যে, অজিতকে দেখলে যতটা সুশীল সুবোধটি বলে মনে হয়, আসলে তার চরিত্র মোটেই তত ভাল নয়। আর অজিতকে বুঝিয়ে দিলে যে, বৃথাই সে সুচরিতার পিছু নিয়ে ব্যর্থতা আর বিক্ষোভকে অন্তরে পোষণ কোরছে! অ্যারিষ্টোক্র্যাট সোসাইটির মায়ামৃগ সুচরিতা—ধরা দেবে মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে—অজিতকে?

কিন্তু অজিত ও সুচরিতা উভয়ে কারো কথায় কান দিল না!

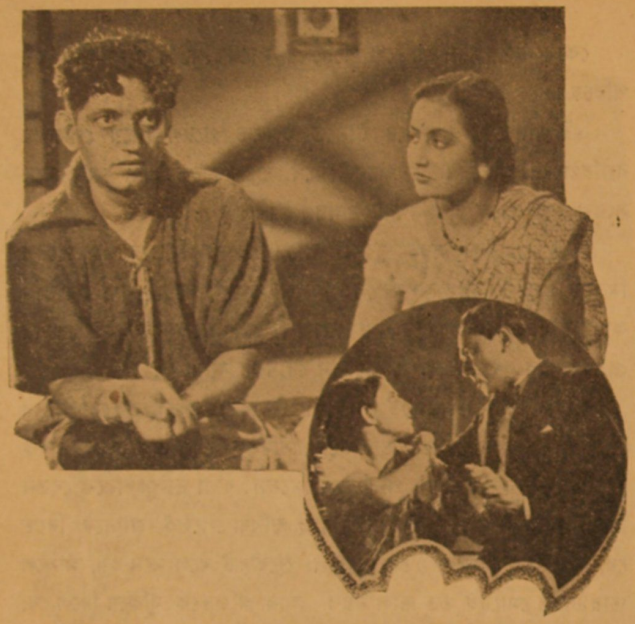

পরেশ মিত্রির জন্মতিথি উপলক্ষে মিষ্টার মুখার্জ্জীর সাথে সুচরিতা এলো তার বাড়ীতে পার্টির নিমন্ত্রণে।

সুযোগ বুঝে সে রাত্রে পরেশ সুচরিতাকে বিবাহের প্রস্তাব করে বলে—মিঃ মুখার্জ্জী তাকে খুব ভালবাসেন। মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সুচরিতা উত্তর দেয়—বাবা ভালবাসেন বলে যে তার মেয়েও আপনাকে ভালবাসবে এ আশা কেমন করে আপনি করেন? তা'ছাড়া আমি অল্‌রেডি—ইয়ে—মানে এন্‌গেজড্‌!……

অগত্যা পরেশ কৌশলে একদিন মিঃ মুখার্জ্জীকে জানিয়ে দিলো যে সুচরিতা নিম্ন-স্তরের এক ছেলের সাথে গোপনে মেলামেশা করছে।

মিঃ মুখার্জ্জী কন্যার এরকম ব্যবহার কিছুতেই সহ্য করতে না পেরে সুচরিতার বাড়ীর বাইরে যাওয়ার পথ বন্ধ করতে ফটকে চাবি লাগাবার হুকুম দিলেন।

পরদিন সুচরিতা যখন বাহিরে যেতে চায়, সুনন্দা দেবী

তখন বাধা দিয়ে বলেন—"বাইরে যাও, যা খুসী কর, কিন্তু অজিতের সংগে তোমার মেলামেশা আর চলবে না—এই তোমার বাবার আদেশ!"……

সুচরিতা মনে সাহস এনে বলে—"আমি যাচ্ছি অজিতেরই কাছে মা। আর বিয়ে যদি করতে হয় তাকেই করবো। মানুষের মন একটা খেলার পুতুল নয়!"

এরপর আর ঘরে থাকা চলে না। সুচরিতা অজিতকে গোপনে বিবাহ করতে চাইলো, কিন্তু অজিত তাতে ভয় পেলো। কারণ সে মুখার্জ্জী সাহেবের অগোচরে সুচরিতাকে বিবাহ করতে রাজী নয়।

সুচরিতা বুঝ্‌লো, জয় করবার পরও যার ভয় যায় না, তার ওপর ভরসা করা বৃথা! তবে একজনকে না পেলে আর একজনের জীবনের সার্থকতা আর কিছুতে হবে না ভেবে মনে মনে সুচরিতা একটা গোপন আর গম্‌ভীর প্রতিজ্ঞা করলো যাতে প্রেমেপড়া মেয়েগুলো একটা নতুন রাস্তা পায়।

সুচরিতা অজিতের বাবার সাথে দেখা করে সুষ্ঠুভাবে যুক্তি দেখিয়ে সব কথা খোলাখুলি ভাবে তাঁকে জানালো। কিন্তু আশ্চর্য যে

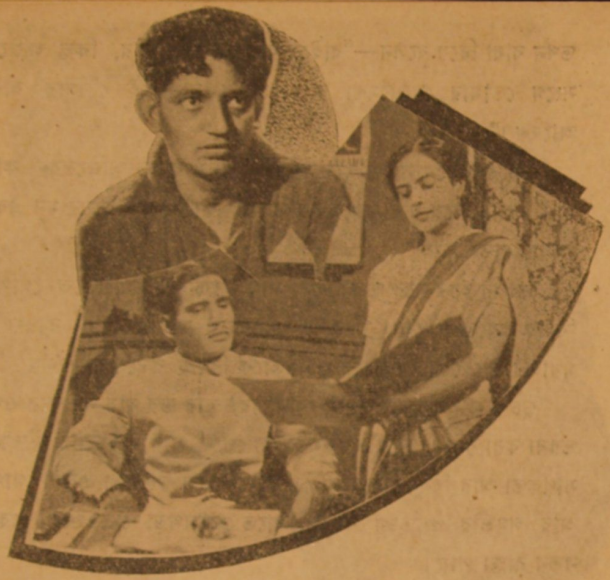

অজিতের বাবা চিরদিনই কোন প্রতিকার না করে শুধু আলোচনা করে এসেছেন নারী প্রগতির বিরুদ্ধে—কিন্তু তিনি সুচরিতার মুখে এই সহজ সরল স্পষ্টকথা শুনে সব ভুলে এমনি বিমুগ্ধ হয়ে পড়লেন যে মিলিটারী মেজাজের মিঃ মুখার্জ্জীর কথা ভুলে গিয়ে সম্মত হলেন অজিতের সংগে গোপনে মেয়েটির বিবাহ দিতে!···

এদিকে মুখার্জ্জী সাহেব পত্নী ও কন্যার অসম্মতি থাকলেও পরেশের সংগে তাঁর কন্যার বিবাহের সব পাকাপাকি করেছেন—আর ওদিকে কলকাতা থেকে কিছু দূরে পল্লী অঞ্চলের একটি গ্রামে অজিত আর সুচরিতার শুভ-পরিণয় শেষ হয়ে গেল।

এ বিবাহের প্রধানতম সাহায্যকারী ব্যক্তি ছিল ডাক্তার বিমল রায়। অজিতের ছেলেবেলাকার অন্তরঙ্গ বন্ধু আর তার ব্লাড্-পেশার রোগী বাবার গৃহচিকিৎসক। তবে চরিত্রে ও সরলতায় বিমল অজিতের চেয়ে ঢের বড় ছিল।

• • • •

কিন্তু আরো বড়ো করে সুচরিতার বিয়ের কথা যখন মিঃ মুখার্জ্জীর কানে গিয়ে পৌঁছোল—তখন তিনি রাগে ও ক্ষোভে উন্মত্ত হয়ে ছুটলেন

অজিতের বাবার কাছে। সেখানে গিয়ে এমন একটা ভয়ংকর কাজ করলেন যার ফলে বাধ্য হলেন গোপনে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করতে। অজিতের বাবা মারা গেলেন।·· অজিত আর সুচরিতা ভাবে, একি হলো! পরেশ ভাবে, সুচরিতা আর অজিত যাই কেন ভাবুক না—তার হারজিতের পালা এখানেই শেষ নয়! সে সুচরিতাকে পাবার আশা এখনও রাখে।

হতভাগা হরেন ভাবে, প্রকৃতির বুকে লুকিয়ে আছে যে বিস্যুবিয়াস্—সভ্যতা তার ওপর যেমন করেই ইন্দ্রপ্রস্থ গড়ে তুলুক না কেন, সে একদিন গর্জ্জে উঠ্‌বেই!

আর বীণা তালুকদার ভাবে—অজিতের মত সে যদি স্বামী পেত, ছোট্ট একটি নীড় বেঁধে স্বামী-স্ত্রীতে মিলে সুখে-দুঃখে দিন কাটাতো! বীণা মরেছে—অজিতকে সেও ভালবেসেছে।

যাক্—তারপর আজ প্রায় বছর কাটতে চল্‌লো। সুচরিতা আর অজিত পূর্বেকার দুর্ঘটনার কথা ভুলে গিয়ে সদ্য-গিরি-গুহা-মুক্ত ঝর্ণার মত উচ্ছ্বসিত উৎসাহে ছোট্ট সংসার পেতেছে। আর ডাক্তার নামক জীবদের জীবনে রসজ্ঞান বলে জিনিষটার অভাব থাকায়, বিমল এই কপোত-কপোতীর মধুর কূজনের মাঝে নিত্য এসে দেখা দিয়ে কূজনের চেয়ে ভোজনটাই যে মানব জীবনে বেশী প্রয়োজন—তাই বুঝতে লাগলো। এর জন্য পরেশের কিন্তু ঈর্ষা জন্মায়নি। কেননা পৃথিবীর সাধারণ জীবন সম্বন্ধে তার কোন মাহ ছিল না। সাধারণতার মসৃণ স্বর্গ

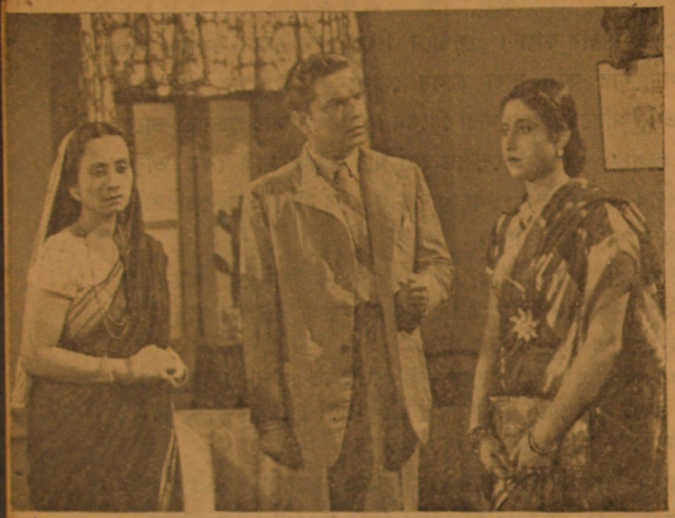

থেকে সে বহুদিন নীড়ভ্রষ্ট হয়ে 'অহল্যা-আশ্রমের' প্রতিষ্ঠা করেছিল। অনেক মেয়ে তার জীবনে এসেছে। খেলার পুতুলের মত তাদের নিয়ে যা খুসী করেছে। তারপর একটার পর একটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে দূরে! সে ভেবেছিল তার উচ্ছৃংখল জীবনকে সুখময় করতে পারে একমাত্র সুচরিতা—তা হোক্ সে পরস্ত্রী! সুচরিতাকে পাওয়ার আশা সে কিছুতে ছাড়তে পার্‌ল না। কৌশলে সে অজিতের সংগে ঘনিষ্ঠতা জমিয়ে নিলো, এবং ডাঃ বিমলের বিরুদ্ধে অজিতের প্রাণে এমন উগ্র বিষ ঢেলে দিলো যে তার ফলে অজিত ভুল বুঝলো সুচরিতাকে আর ভুল বুঝলো তার আজীবনের একমাত্র বন্ধু বিমলকে—এবং এই ভুল বোঝার ফলে অজিতের সুখনীড়ে একদিন সত্য সত্যই ধ্বংসের ঝড় উঠলো!···

* * * *

দুঃখের পৃথিবীতে হরেনের অকারণে অসুখী হবার মূলে ছিল পরেশ। একদিন এই পরেশই তার স্ত্রীর সর্বনাশ করেছিল, এবং তার অপব্যয়িত জীবনের এটাই ছিল মস্ত বড় কুকার্য।

* * * *

বিধাতার কি বিচিত্র সৃষ্টি—মানুষের মন! যেদিন সুচরিতাকে অজিত অবিশ্বাস করে সমগ্র নারীজাতির উপর বিজাতীয় বিদ্বেষ ও বুকভরা বিরাগ নিয়ে সরে দাঁড়িয়েছিল দূরে—সেদিন কে ভেবেছিল তাদের জমাট বাঁধা জীবনস্রোত আবার পরস্পরের মিলনে চঞ্চল হয়ে ছুটবে?·····

(১)

সুচরিতা— ফুল কয় অলি তুমি
চুপ কর—
মোর নামে গুণ গুণ
নাহি ধর,

অজিত— অলি কয় ফুল তুমি
রূপে রূপে রোশ্‌নাই
মন দিয়ে মন নেয়া
আজ আর দোষ নাই।

সুচরিতা— লতা বলে তরুটিরে
বন্ধন ছাড়' না—

অজিত— তরু তবে ফিরে কয়,
আপনি কি পার' না?

সুচরিতা— কহে রাধা, ওগো শ্যাম
নাহি তব লাজ কি?
কালিয়া নামের কালি
মোরে দিয়ে কাজ কি?

অজিত— কানু কয়, ওগো রাই
যদি হও চাঁদিমা
আমি রবো চির-সাথী
কলংক-কালিমা।

অজয় ভট্টাচার্য

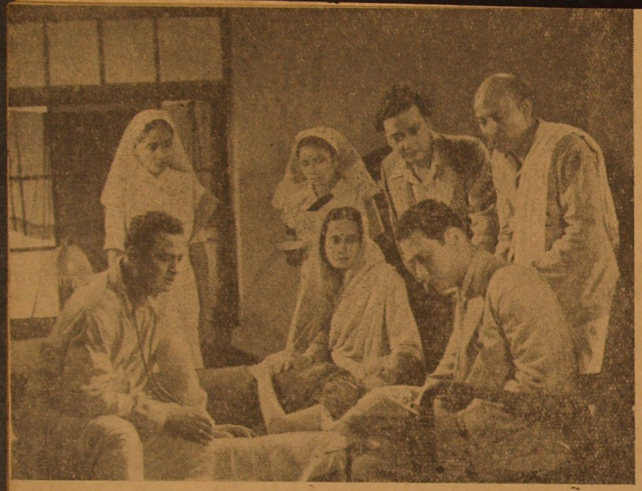

(২)

সুচরিতার গান

লহ অভিনন্দন—
মন্দার-মালিকায়
সৌরভে মিশে হায়
আছে মোর হৃদয়ের স্পন্দন।
রক্তিম পলাশে
প্রথম প্রণয়-লাজ জড়ানো—
উন্মনা বাতাসে
কত যে প্রলাপ-কথা ছড়ানো।
বন্ধু হে! শুনিছ কি
বীণাতারে ধ্বনিল কি
লুকানো কথার মধু-গুঞ্জন।
হে বিজয়ী পান্থ
তুমি চির কান্ত
ভালে দিনু চাঁদিমার চন্দন।

অজয় ভট্টাচার্য

(৩)

কনকের গান

আজ প্রভাতে সোনার মেঘে
তোমার লিপি এলো কি ?
আমার বনে
সঙ্গোপনে
কমল তুমি
ঘুমের আঁখি মেলো কি ?
একি ধ্বনি দূর গগণে
ক্ষণে ক্ষণে
বাজে মনে
ওগো আমার জীবন-মরণ
তুমিই চরণ ফেলো কি ?
আজকে আমার সফল সাধন
নাই যে বাঁধন
পর বা আপন
সর্ব্বনাশা মিলন বাঁশি
আমায় আজি পেলো কি ?

অজয় ভট্টাচার্য

(৪)

জীবন কিরে খেলার পুতুল
ভাঙ্গবি তারে এমন করে ?
এই যে আলো, এই যে বাতাস
পলে পলে জীবন গড়ে।
কোন সে অতল প্রাণের ধারা
তৃণে ফুলে দিল সাড়া—
অসীম যে রে পড়লো ধরা
তোর এ সীমার মাটির ঘরে।

অজয় ভট্টাচার্য

(৫)

শ্যামা নয়রে ভয়ঙ্করী।
জগন্মাতা কালী হলো
তোদের কালী অঙ্গে ধরি।
মরণকে তুই আপন করে
ছিলি অবুঝ মোহের ঘোরে,
কঠিন স্নেহের আঘাত হানি
মা নিবে আজ কোলে করি।
সর্ব্বনাশী বলিস নে মায়
তাই যদি রে হতো সে হায়
চরণ তবে বুকে ধরে
শিব কেন দেয় গড়াগড়ি।

অজয় ভট্টাচার্য

(৬)

বাজে কৃষ্ণের মঞ্জীর
বাজে বনময়
সেকি বাজে মন ময়
ঘরে আনমনে শ্রীরাধিকা
উন্মনা হয়।
যমুনার কল্লোলে
শুনি করতাল
ছায়া চামর হলো
কৃষ্ণ তমাল
আজি বৃন্দাবনের কানু
এ জগৎ ময়
ছন্দের ঝঙ্কারে
দোলে হিয়াতল
আকাশের গোঠে আসে
তারা ধেনু দল
আজ হেরিতে গোকুল চাঁদে
চাঁদ জেগে রয়।

অজয় ভট্টাচার্য

(৭)

বীণার গান
মদির ফাগুন দিনে
মনে কি রবে—
শ্রাবণধারার গান
শুনেছ কবে ?
যখন বাতাসে নেশা
গানে ও গন্ধে মেশা
বেদনা বাদলছায়া
কে চাহে নভে ?
শ্রাবণে ফাগুনে হায়
মিলন হবার নয় ;
পুবালি দখিনা ছুয়ে
দু' ভাষায় কথা কয়।
তবু ভালো শুধু যদি
এ আঁখিজলের নদী
কুসুম কাননে তব
বহে নীরবে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

ইন্দ্র মুভিটোনের অবিস্মরণীয় দান
মহাকবি কালিদাসের—
শকুন্তলা
শ্রেষ্ঠাংশে : জ্যোৎস্না, ধীরাজ, অহী, সুশীল,
সন্ধ্যা, মাধবী, মঞ্জু, মনোরঞ্জন, পূর্ণিমা।
পরিচালনা : জ্যোতিষ ব্যানার্জ্জী

ইন্দ্রমুভিটোনের—
শ্রীরাধা
ভূমিকায় : মলিনা, রাণীবালা, সুশীল রায়,
অহি সান্যাল, জহর গাঙ্গুলী, নিভাননী।
পরিচালনা : হরি ভঞ্জ

ইন্দ্রমুভিটোনের—
ব্রাহ্মণ-কন্যা
সম্পূর্ণ নূতন ধরণের চিত্রনাট্য এবং
নূতন নায়ক-নায়িকা দ্বারা অভিনীত।
পরিচালনা : নিরঞ্জন পাল

ইন্দ্র মুভিটোনের পৌরাণিক কথাচিত্র—
ভীষ্ম
শৌর্য্যে বীর্য্যে চরিত্র গৌরবে অনবদ্য
পূর্ণশ্লোক ভীষ্মের অতুলনীয় চরিত্রালেখ্য !
পরিচালনা : জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়

বুকিংয়ের জন্য আবেদন করুন—
রায়সাহেব চন্দনমল ইন্দ্রকুমার
৩নং সিনাগগ্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা : ফোন : বি, বি, ৪৯৭

কালিকা প্রেস লিঃ

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওর প্রচার বিভাগ হইতে শ্রীঅজিত সেন কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

চিত্র পরিবেশক

রায়সাহেব চন্দনমল ইন্দ্রকুমার

৩ নং • সিনাগগ ষ্ট্রীট • কলিকাতা • ফোন • বি • বি • ৪৯৭